



96836 - কতটুকু আমলরে মাধ্যমে নামাযরে ওয়াক্ত পাওয়া যায়?

প্রশ্ন

আমি ঘুম থেকে জেগে জোহররে নামায আদায় করছি। আমি দ্বিতীয় রাকাতে থাকা অবস্থায় মুয়াজ্জনি আসররে নামাযরে আজান দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার নামাযরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ফকাহবদি আলমেগণ এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হওয়ার আগে এক রাকাত নামায পড়তে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে। যদি এক রাকাতরে চয়েও কম পরিমাণ পয়ে থাকে; তবে সে কি ওয়াক্ত পলে; নাকি পলে না- এই নিয়ে তারা মতভেদে করেছেন।

একদল আলমেরে মতে, শুধু তাকবীরে তাহরমি পাওয়ার মাধ্যমেই ওয়াক্ত পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষে হয়ে যাওয়ার আগে তাকবীরে তাহরমি উচ্চারণ করতে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে এবং তার নামায আদায় হিসেবে গণ্য হবে; কাযা হিসেবে নয়। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভিমত।

অন্য একদল আলমেরে অভিমত হল, পূর্ণ এক রাকাত না পলে ওয়াক্ত পাওয়া হল না। এটি মালকি ও শাফয়ে মাযহাবরে অভিমত। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পলে সে নামায পলে”। [সহি বুখারী (৫৮০) ও সহি মুসলিম (৬০৭)]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি ফজররে নামায পলে। যে ব্যক্তি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে আসররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি আসররে নামায পলে।” [সহি বুখারী (৫৭৯) ও সহি মুসলিম (৬০৮)]

প্রথম মতাবলম্বীরা দলি দনে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসটি দিয়ে, যে হাদিসে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসররে নামাযরে এক সজেদা পলে সে ব্যক্তি যেনে নামায পূর্ণ করে। আর যদি কেউ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজররে নামাযরে এক সজেদা পায় তাহলে সে যেনে নামায পূর্ণ করে”। [মুত্তাফাকুন আলাইহি] নাসাঈর বর্ণনাতএ এসছে- “সে নামায পলে”। তাছাড়া নামায পাওয়ার সাথে যদি নামাযরে কোন হুকুম সম্পৃক্ত হয়



সক্ৰেত্রে রাকাৎ পাওয়া বা রাকাৎত্রে চয়েে কম পাওয়া উভয়টা সমান। যমেন- জামাত পাওয়া, মুসাফরি ব্যক্তি মুকীমরে নামায পাওয়া। প্রথম হাদসিটী তার মাফহুম দয়ীে প্রমাণ করছ্ে; আর মাফহুমরে চয়েে মানতুক এর দললি অধকি উত্‌তম।

[দখেুন: আল-বায়-এর ‘আল-মুনতাকা’ (১/১০), তুহফাহুল মুহতাজ (১/৪৩৪), আল-মুগনি (১/২২৮) ও আল- ইনসায় (১/৪৩৯)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

দ্বতীয় মত হচ্ছ্ে: এক রাকাৎ না পলেে নামায পাওয়া যাবে না। যহেতুে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলছেনে: য়ে ব্যক্তি নামাযরে এক রাকাৎ পলেে সয়েে নামায পলেে”। এই মতটীহী সঠকি। এটী শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়ীর মনোনীত অভমিত। কনেনা এ ব্যাপারে হাদসিরে বাণী সুস্পষ্ট। হাদসিটীত্রে রয়ছেে জুমলায়ে শারতয়ীا **رَكَعَةٌ فَقَدْ أُدْرِكَ ...** অর্থ- য়ে ব্যক্তি নামাযরে এক রাকাৎ পলেে সয়েে নামায পলেে)। এই হাদসিরে মাফহুম হচ্ছ্ে- য়ে ব্যক্তি এক রাকাৎত্রে চয়েেে কম পয়েেছেে সয়েে নামায পায়না।

এ মতভদরে ভিত্তিত্রে অন্য পাওয়াগুলোও নরিভর করে। যমেন- নামাযরে জামাত পাওয়া: এটী এক রাকাৎত্রে মাধ্যমে পাওয়া যাবে? নাকী শুধু তাকবীরে তাহরমীর মাধ্যমে পাওয়া যাবে? সঠকি মত হচ্ছ্ে- এক রাকাৎত্রে মাধ্যমে জামাত পাওয়া যাবে। যমেনটী সর্বসম্মতকিরমে এক রাকাৎ নামায পাওয়ার মাধ্যমে জুমার নামায পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে এক রাকাৎ পাওয়া ছাড়া জামাত পাওয়া যাবে না। [আল-শারহুল মুমতী (২/১২১)]

যহেতুে মুয়াজ্জনি আসররে আযান দয়োর আগেে আপনা য়েহররে প্রথম রাকাৎ নামায পড়ছেনে সুতরাং আপনা ওয়াক্তমত নামায আদায় করছেনে।

দুই:

ঘুমন্ত ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর নামায আদায় করা তার উপর ফরয হয়। আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বরণতি হাদসিে এসছেে তনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলছেনে: য়ে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে গছেে কহিবা নামায না পড়ে ঘুময়ীে গছেে এর কাফ্ফারা হল যখন তার স্মরণে পড়বে তখন নামায আদায় করা। [সহহি বুখারী (৫৭২) ও সহহি মুসলমি (৬৮৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম আরও বলনে: “ঘুমরে ক্ৰেত্রেে অবহলোে হিসবেে ধরতব্য নয়। অবহলোে হল- য়ে ব্যক্তি নামায পড়ে না; এমনকি অন্য ওয়াক্তরে নামায হায়রি হয়ে যায়। কারোে এমন হয়ে গেলেে সয়েে যনেে জগেে উঠার পর নামায আদায় করে নেয়েে।” [সহহি মুসলমি (৬৮১)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।